Time Taken

25:36

Mark Gained

1.ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র মতে বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনযুগের যুগের সময়সীমা-

a. ক) ৬৫০ - ১২০০ ✓

b. খ) ৭৫০ - ১২০০

c. গ) ৮৫০ - ১২০০

d. ঘ) ৯৫০ - ১২০০

Explanation: ***ক) ৬৫০ - ১২০০*** সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যকে তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- • প্রাচীন যুগ (৯৫০ - ১২০০), • মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০) এবং • আধুনিক যুগ (১৮০১ - বর্তমান)। - মধ্যযুগের প্রথম ১৫০ বছর (১২০১ - ১৩৫০) অন্ধকার যুগ ছিল। দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, গোপাল হালদার, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ উল্লেখিত যুগ-বিভাগ সমর্থন করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের এই সময়সীমা মেনে নিলেও তাঁর মতে প্রাচীনযুগের যুগের সময়সীমা- ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

2.আনোয়ার পাশা ও আব্দুল হাই সম্পাদিত চর্যাপদের নাম কী?

a. চর্যাকোষ

b. চর্যাগীতিকা ✓

c. চর্যাপদ

d. চর্যাপদাবলি

Explanation: আনোয়ার পাশা ও আব্দুল হাই সম্পাদিত চর্যাপদের নাম চর্যাগীতিকা। সৈয়দ আলী আহসান ও এই নামে সম্পাদনা করেন।

3.সহজিয়া মতের প্রবর্তক কে?

a. মীননাথ ✓

b. কঙ্কণপা ✗

c. লাড়ীডোম্বী

d. জয়নন্দী

Explanation: ***সহজিয়া মতের প্রবর্তক মীননাথ বা মৎসেন্দ্রনাথ।*** চর্যাপদ- বৌদ্ধ সহজিয়াদের বাংলা ভাষায় রচিত গীতিকবিতা।

4.ডাক ও খনার বচন কোন আমলের অলিখিত সাহিত্য?

a. ক) প্রাচীন যুগের ✓

b. খ) মধ্যযুগের ✗

c. গ) অন্ধকার যুগের

d. ঘ) আধুনিক যুগের

Explanation: ***প্রাচীন যুগের*** ডাক ও খনার বচন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়। - তবে এর লিখিত কোন নিদর্শন নেই। - প্রাচীন যুগের সৃষ্টি হলেও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আধুনিক যুগে চলে এসেছে। - ড. দীনেশচন্দ্র সেন ডাক ও খনার বচন রচনাকাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক বিবেচনা করেন। - ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর কতকগুলোকে বৌদ্ধযুগের রচনা বলে মনে করেন। - ড. নীহাররঞ্জন রায় এগুলোকে প্রাক তুর্কি আমলের রচনা বলে মনে করেন। উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক।

5.মুণিদত্ত চর্যাপদের কোন পদের ব্যাখ্যা করেন নি-

a. ২৬নং

b. ৪৮নং

c. ১১নং ✓

d. ২৩ নং

Explanation: ***১১নং*** হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদে মুণিদত্ত নামক এক পণ্ডিতের সংস্কৃত টীকা ছিল। এর সংকলক ছিলেন কানুভট্ট। মুণিদত্তের টীকা সম্বলিত পুঁথিতে পদ পাওয়া গিয়েছিল সাড়ে ৪৬টি। এর মধ্যে ২৩ নং পদের শেষাংশ (১০ লাইনের মধ্যে প্রথম ৬টি লাইন পাওয়া গেছে, শেষ ৪টি লাইন পাওয়া যায় নি), ২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং পদ পাওয়া যায় নি। এতে মুণিদত্ত ১১নং পদের ব্যাখ্যা করেন নি।

6.'সান্ধ্যভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?

a. চর্যাপদ ✓

b. পদাবলি

c. মঙ্গলকাব্য

d. রোমান্সকাব্য

Explanation: ***চর্যাপদ*** চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন- 'সন্ধ্যাভাষা মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। উল্লেখ্য যে, চর্যাপদ সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়নি এটি মূলত ধর্মচর্চার প্রকাশ।

7.ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কি?

a. Buddhist Mystic Songs

b. চর্যাগীতিকা

c. চর্যাগীতিকোষ

d. হাজার বছরের পুরান বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা

Explanation: ***'Buddhist Mystic Songs*** ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'Buddhist Mystic Songs) ('বুডডিস্ট মিস্টিক সঙ্গস') গ্রন্থে ২৩ জন কবি এবং ৫০টি পদের কথা উল্লেখ করেছেন। ড. সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবি এবং ৫১টি পদের কথা উল্লেখ করেছেন।

8.'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?

a. সনাতন হিন্দু

b. সহজিয়া বৌদ্ধ

c. জৈন

d. হরিজন

Explanation: ***সহজিয়া বৌদ্ধ*** চর্যাপদ রচনা করেছেন বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ। এগুলো ছিল তাদের সাধন সঙ্গীত। চর্যায় যেসব কবি পদ রচনা করেছেন তাদের প্রত্যেককে মহাসিদ্ধ বলা হয়ে থাকে।

9.কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?

a. পাল

b. সেন

c. মোঘল

d. তুর্কী

Explanation: ***পাল***

10.ভুসুকুপা কত নাম্বার পদে নিজেকে বাঙ্গালী বলে দাবি করেন?

a. 40

b. 49 ✓

c. 43

d. 44

Explanation: ***৪৯ নং পদে পদ্মা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়।*** ৪৯ নং পদ- ‘বাজনাব পাড়ী পউআ খাঁলে বাহিউ। অদব বঙ্গাল দেশ লুড়িউ ॥ আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী ॥' (অর্থ- 'বজ্ররূপ নৌকায় পাড়ি দিয়া পদ্মার খালে বাহিলাম। অদ্বয়রূপ বাঙ্গালা দেশ লুঠ করিলাম। হে ভুসুকু, আজি বাঙ্গালিনী জন্মিলেন। চণ্ডালে (তোমার) নিজ গৃহিনীকে লইয়া গেল)।

11.বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন?

a. চর্যাপদ ✓

b. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

c. রামায়ণ

d. মহাভারত

Explanation: ***চর্যাপদ*** ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত দায়িত্ব পেয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে দুইবার নেপালে যান। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয়বারের মতো নেপালে গিয়ে নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থশালা (রয়েল লাইব্রেরি)) থেকে চর্যাপদ সহ হাতে লেখা চারটি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। গ্রন্থ চারটি হলো (১) চর্যাচর্যবিনিশ্চয় (২) সরহপাদের দোহা (3) কৃষ্ণপাদের দোহা (৪) ডাকার্ণব। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

12.নিচের কোনটি নেপাল থেকে আবিষ্কৃত হয় নি?

a. সরহপাদের দোহা

b. কৃষ্ণপাদের দোহা

c. সহজিয়া দোহা ✔

d. ডাকার্ণব

Explanation: ***সহজিয়া দোহা*** ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত দায়িত্ব পেয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে দুইবার নেপালে যান। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয়বারের মতো নেপালে গিয়ে নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থশালা (রয়েল লাইব্রেরি)) থেকে চর্যাপদ সহ হাতে লেখা চারটি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। গ্রন্থ চারটি হলো (১) চর্যাচর্যবিনিশ্চয় (২) সরহপাদের দোহা (3) কৃষ্ণপাদের দোহা (৪) ডাকার্ণব।

13.চর্যার কবিগণ কী নামে পরিচিত?

a. বিরাশি সিদ্ধা

b. তিরাশি সিদ্ধা

c. চৌরাশি সিদ্ধা ✔

d. একাশি সিদ্ধা

Explanation: ***চৌরাশি সিদ্ধা*** কবিদের বেশির ভাগই বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় 'চৌরাশি সিদ্ধার অন্তর্গত। স্ব স্ব আঙ্গুলের মূলের বা ভিত্তির মাপের ৮৪ পরিমিত কায়াসাধনায় সিদ্ধপুরুষকে চৌরাশি সিদ্ধা নামে অভিহিত করা হতো। চর্যায় যেসব কবি পদ রচনা করেছেন তাদের প্রত্যেককে মহাসিদ্ধ বলা হয়ে থাকে।

14.চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে?

a. 1907

b. 1938 ✓

c. 1923

d. 1916

Explanation: ***১৯৩৮*** চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ আবিস্কার করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৩৮ সালে ১৯০৭- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। ১৯১৬- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদ প্রকাশ করেন।

15.চর্যাপদ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন?

a. কীর্তিচন্দ্র ✓

b. মুণিদত্ত

c. প্রবোধচন্দ্র

d. বসন্তরঞ্জন

Explanation: ***কীর্তিচন্দ্র*** চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ করেন- কীর্তিচন্দ্র। চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ আবিস্কার করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৩৮ সালে।

16.২৪ নং পদের রচয়িতা?

a. লুইপা

b. বিরুপা

c. সরহপা

d. কাহ্নপা ✓

Explanation: ***কাহ্নপা*** চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচয়িতা কাহ্নপা। তিনি মোট ১৩টি পদ রচনা করেন (৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫)। তার ২৪ নং পদটি পাওয়া যায়নি।

17.৪৮ নং পদের রচয়িতা কে?

a. কাহ্নপা

b. আর্যদেব পা

c. বীণাপা

d. কুক্কুরীপা ✓

Explanation: ***কুক্কুরীপা*** কুক্কুরীপা প্রাচীনতম মহিলা কবি। তিনি চর্যাপদে ৩টি পদ রচনা করেছেন- ২, ২০, ৪৮। তার রচিত ৪৮ নং পদ পাওয়া যায়নি।

18.টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী। হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী- পদকর্তা কে?

a. কুক্কুরী পা

b. ঢেণ্ডণপা ✓

c. কাহ্নপা

d. লুইপা

Explanation: ***ঢেণ্ডণপা*** প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্যটির অর্থ- টিলার উপর আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশী নেই হাঁড়িতেও ভাত নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে। এটি চর্যার ৩৩ নং পদ।

19.বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দেঁ- কত নং পদের অংশ?

a. ৩৩ নং

b. ২৩ নং

c. ৩৯ নং

d. ৩ নং

Explanation: ***৩৯ নং*** বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দে (৩৯ নং পদ, সরহপা)। এর অর্থ- দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

20.বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কোনটি?

a. ক) অনুবাদ সাহিত্য

b. খ) গান

c. গ) পুঁথি

d. ঘ) জীবনি সাহিত্য

Explanation: ***খ) গান*** চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন। - এই চর্যাপদ মূলত গানের সংকলন। - ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে

এর পুথি আবিষ্কার করেন। - তাঁরই সম্পাদনায় সাড়ে ৪৬টি পদবিশিষ্ট পুথিখানি হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা (১৯১৬) নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। - তিনি পুথির সূচনায় একটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে নামের যে ইঙ্গিত পান তাতে এটি চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় নামেও পরিচিত হয়। - তবে সংক্ষেপে এটি 'বৌদ্ধগান ও দোহা' বা 'চর্যাপদ' নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর এবং বাংলাপিডিয়া।

21."চর্যাপদের ভাষা বাংলা"- এটি প্রমাণ করেন কে?

a. ক) রাহুল সংকৃত্যায়ন

b. খ) ড. বিজয়চন্দ্র মজুমদার

c. গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

d. ঘ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ✔

Explanation: ***ঘ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়*** ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজিতে একটি বই লিখেন 'বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' নামে। - ইংরেজিতে এই গ্রন্থটির নাম হলো : 'The Origin and Development of the Bengali Language'। - সংক্ষেপে এটিকে বলা হয় ODBL এবং এটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত। - সুনীতিকুমার এই গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে চর্যাপদ আর কারো নয়, বাঙালির এবং এর ভাষা বাংলা। - উক্ত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ধ্বনিতত্ত্ব ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে চর্যার পদ সংকলনটি আদিমতম বাংলা ভাষায় রচিত। উৎস: লাল নীল দীপাবলী, হুমায়ুন আজাদ এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক।

22.সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের পদ সংখ্যা-

a. ক) ৫০টি

b. খ) ৫১টি ✔

c. গ) ৪৭টি

d. ঘ) ৪৬টি

Explanation: ***খ) ৫১টি*** - চর্যাপদের পদ সংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে। - সুকুমার সেনের হিসেবে ৫১ টি এবং ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বলেছেন ৫০ টি। - চর্যাপদ ছিন্নাবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় এই মতান্তরের সৃষ্টি। - সুকুমার সেন তার 'চর্যাগীতি পদাবলী' গ্রন্থেও ৫০ জন কবির পদ উল্লেখ করেছেন। - তবে আলোচনা অংশে তার বক্তব্য মুনিদত্ত ৫০টি ব্যাখ্যা করেছিলেন। - টীকাকারের কাছে মূল চর্যার পুঁথিতে আরো অন্তত একটি বেশি চর্যা ছিল (১১ ও ১২ তম চর্যার মাঝখানে)। এই চর্যাটির ব্যাখ্যা না থাকায় লিপিকার উদ্ধৃত করেন নাই, শুধু 'টীকা নাই' এই মন্তব্যটুকু করিয়াছেন। - এটা ধরলে পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১টি। উৎসঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

23.নিচের কোনটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত পুঁথি-

a. ক) সরহপাদের দোহা

b. খ) ডাকার্ণব

c. গ) কৃষ্ণপাদের দোহা

d. ঘ) সবগুলোই ✔

Explanation: ***ঘ) সবগুলোই*** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে (৩য় বার) নেপালে গিয়ে রাজদরবারের 'নেপাল রয়্যাল লাইব্রেরি' থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। • এ সময় তিনি চর্যাপদের সাথে 'সরহপাদের দোহা', 'কৃষ্ণপাদের দোহা' ও 'ডাকার্ণব' নামে আরো তিনটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। উৎসঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

24.চর্যাপদের সংস্কৃত টিকাকার কে?

a. ক) ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী

b. খ) রাহুল সাংকৃত্যায়ন

c. গ) মুনিদত্ত ✔

d. ঘ) ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত

Explanation: ***গ) মুনিদত্ত*** বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের পুথিটি যে রুপে পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় এটি বিভিন্ন সময়ে আবর্তিত বিভিন্ন কবির রচিত কবিতার সমষ্টি সংকলন। - কবিতাগুলোর বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গিতে যে দুর্বোধ্যতা ছিলো তা দূর করার জন্য মুনিদত্ত পদগুলোকে একত্রিত করে সংস্কৃত ভাষায় পদগুলোর সহজবোধ্য টিকা রচনা করেন। - হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুঁথিতে মূল চর্যাপদ ও মুনিদত্তের সংস্কৃত টিকা যুক্ত আছে। - ড. প্রবোধচন্দ্র এর তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন। তাতে টিকাকার হিসেবে মুনিদত্তের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

25.‘কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল - চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল’ -চর্যাপদের এই পঙক্তিটি কার লিখা?

a. ক) সবরপা

b. খ) লুইপা ✅

c. গ) ভুসুকুপা

d. ঘ) কুক্কুরীপা

Explanation: ***খ) লুইপা*** লুইপাকে চর্যাপদের আদি কবি বলা হয়। - লুইপা রচিত চর্যাপদের ১ম পদ- ‘কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল’ - আধুনিক বাংলায় : “দেহ গাছের মত, এর পাঁচটি ডাল চঞ্চল মনে কাল প্রবেশ করে। ” - ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, লুইপা ছিলেন শবরপার শিষ্য। - তার মতে লুইপা ৭৩০ থেকে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

26.চর্যাপদের টিকাকার 'কাহ্নপা' রচিত প্রাপ্ত পদসংখ্যা

a. ক) ৮

b. খ) ৯

c. গ) ১২ ✅

d. ঘ) ১৩

Explanation: ***গ) ১২*** কাহ্নপা (আনু. ১০ম শতক) বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদকর্তা। - প্রকৃত নাম কৃষ্ণাচার্য পাদ, অপভ্রংশে হয়েছে কাহ্নপা, কনহপা, কাহ্নিল পা ইত্যাদি। - বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। - পালরাজ দেবপালের রাজত্বকালে (আনু. ৯০০-৫০) তিনি বর্তমান ছিলেন। কাহ্নপা- চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচয়িতা কবি। - চর্যাপদের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন কাহ্নপা। - তার রচিত পদের সংখ্যা ১৩ টি। - তবে ১২ টি পদ পাওয়া গেছে। - কাহ্নপা রচিত চর্যাপদের ২৪ নং পদটি পাওয়া যায় নি। - কাহ্নপা রচিত পদগুলোতে- নিপুণ কবিত্ব শক্তি এবং তৎকালীন সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর এবং বাংলাপিডিয়া।

27.প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্ম তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে?

a. ক) সনাতন

b. খ) ব্রাহ্মন

c. গ) জৈন

d. ঘ) বৌদ্ধ ✓

Explanation: ***ঘ) বৌদ্ধ*** চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র লিখিত নিদর্শন। - এটি বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ/কবিতা সংকলন/ গানের সংকলন। - ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার থেকে এটি আবিষ্কার করেন। - চর্যাপদের চর্যাগুলো রচনা করেন বৌদ্ধ সহজিয়াগণ। - চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের কথা বলা হয়েছে। - বৌদ্ধ ধর্মমতে সাধনভাজনের তত্ত্ব প্রকাশ ছিল এর বিষয়বস্তু। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

28.চর্যাপদের কতটি পদ পাওয়া গেছে

a. ক) সাড়ে ৪৫

b. খ) সাড়ে ৪৬ ✓

c. গ) সাড়ে ৪৭

d. ঘ) সাড়ে ৫০

Explanation: ***খ) সাড়ে ৪৬*** বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ। - চর্যাপদের ৫১ টি পদের মধ্যে সাড়ে ৪৬টি পদ পাওয়া যায়। - চর্যাপদের প্রাপ্ত সাড়ে ৪৬টি পদের মধ্যে ২৩ নং পদটি খন্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। - পদটির রচয়িতা ছিলেন ভুসুকুপা। পদটির ৬টি পদ পাওয়া গেছে কিন্তু বাকি ৪টি পদ পাওয়া যায়নি। - চর্যাপদের ২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং পদটি পাওয়া যায় নি। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

29.চর্যাপদের ভাষা নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন কে?

a. ক) ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

b. খ) রাহুল সাংকৃত্যায়ন

c. গ) বিজয়চন্দ্র মজুমদার ✓

d. ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

Explanation: ***গ) বিজয়চন্দ্র মজুমদার*** ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কারের পর থেকে অনেক পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। - বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। - ১৯২৬ সালে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে চর্যাপদের ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার সম্পদ। অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী এ অভিমত সমর্থন করেন। - ভাষা আলোচনা করে দেখালেন চর্যাপদ 'বাংলা নিশ্চয়ই, বাংলার প্রায় মূর্তি - অবহট্‌ঠের সদ্যনির্মোক মুক্ত রূপ। ' - ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সর্বপ্রথম চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। - ১৯৪৬ সালে ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত সহজযান প্রসঙ্গে চর্যাপদের অর্ন্তনিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। - ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী যর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন। - বিহারের বিখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ সিদ্ধাচর্য, বৈদ্ধ সহজান ও চর্যাগীতিকা নিয়ে ইংরেজি ও হিন্দিতে প্রচুর গবেষণা করেন। উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক।

30.কোন রাজাদের সময়কালে চর্যাপদের টিকাকাররা এ দেশ থেকে বিতাড়িত হন?

a. ক) পাল ✗

b. খ) গুপ্ত

c. গ) সেন

d. ঘ) মৌর্য

Explanation: ***গ) সেন*** চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন। - ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে এর পুথি আবিষ্কার করেন। - পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, তাদের আমলে চর্যাগীতিকাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। - পাল বংশের পরে পরেই বাংলাদেশে সেন, বর্মণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গৃহীত হয় এবং দেশি ভাষা বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা প্রাধান্য লাভ করে। - পাল রাজাদের উদারপন্থী বৌদ্ধ মতবাদের পরিবর্তে সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের প্রাধান্যের ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়। - সেন রাজাদের প্রতাপের জন্যই বাংলাদেশের বাইরে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছিল। - তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলার বাইরে নেপালে পাওয়া গিয়েছিল। উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক

31.'চিলে কোঠার সেপাই' উপন্যাসের নায়ক কে?

a. ওসমান

b. ওয়াশিম

c. তারেক

d. বাবুল

Explanation: ***ওসমান*** চিলেকোঠার সেপাই বাংলাদেশী কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত উপন্যাস। এটি ছিলো তার প্রথম উপন্যাস। যার প্রধান চরিত্রের নাম ছিলো ওসমান।

32.অনুকরণে মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে জ্ঞানে। -কার উক্তি?

a. ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

b. খ) কাজী নজরুল ইসলাম

c. গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

d. ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Explanation: উক্তিটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস : - দেনা-পাওনা, - বড়দিদি, - বিরাজবৌ, - পন্ডিতমশাই, - পরিণীতা, - চন্দ্রনাথ, - দেবদাস, - চরিত্রহীন, - গৃহদাহ, - পথের দাবী, - শেষ প্রশ্ন, - শেষের পরিচয় ইত্যাদি।

33.'সব্যসাচী ' চরিত্রের স্রষ্টা কোন ঔপন্যাসিক?

a. বঙ্কিমচন্দ্র

b. শরৎচন্দ্র

c. তারাশংকর

d. নজরুল ইসলাম

Explanation: পথের দাবী বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের অন্যতম বাঙ্গালী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বিরচিত একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। এ উপন্যাসটি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক অসাধারণ বিপ্লবী সব্যসাচী ও তার সাথীদের সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে ব্রিটিশ শাসনামলে লিখিত একটি রাজনৈতিক ও সাহসী উপন্যাস। যেটি ব্রিটিশ শাসিত ভারতে নিষিদ্ধ হয়েছিল।

34.বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র-

a. ক) বাহানা

b. খ) কখনো আসেনি

c. গ) সংগম

d. ঘ) জীবন থেকে নেয়া

Explanation: ***গ) সংগম*** - জহির রায়হানের উর্দু ছবি 'সঙ্গম' ছিল সমগ্র পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নির্মিত প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র। - উর্দু ছবি বাহানা ছিল সমগ্র পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নির্মিত প্রথম সিনেমাস্কোপ চলচ্চিত্র।

35.হাসান আজিজুল হকের গল্পগ্রন্থ-

a. ক) আগুনপাখি

b. খ) সাবিত্রী উপাখ্যান

c. গ) জীবন ঘষে আগুন ✔

d. ঘ) যখন উদ্যত সঙ্গীন

Explanation: ***গ) পাতালে হাসপাতালে*** হাসান আজিজুল হকের গল্পগ্রন্থ: - নামহীন গোত্রহীন, - আত্মজা ও একটি করবী গাছ, - পাতালে হাসপাতালে, - সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য, - জীবন ঘষে আগুন ইত্যাদি। • একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ। • তাঁর রচিত উপন্যাস: - আগুনপাখি, - সাবিত্রী উপাখ্যান, - শামুক, - শিউলি, - বৃত্তায়ন ইত্যাদি। • 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' হাসান হাফিজুর রহমানের কাব্যগ্রন্থ। • 'অলৌকিক ইস্টিমার' হুমায়ুন আজাদের কাব্যগ্রন্থ।

36.“মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে”- কোন উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে?

a. পথের দাবী

b. আগুনপাখি

c. শ্রীকান্ত ✔

d. গৃহদাহ

Explanation: “মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে” উক্তিটি শ্রীকান্ত গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

37.' বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

a. শামসুর রহমান

b. সৈয়দ শামসুল হক ✅

c. আলাউদ্দীন আল আজাদ

d. হুমায়ুন আজাদ

Explanation: ***সৈয়দ শামসুল হক*** সৈয়দ শামসুল হক লেখক হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম হলো: কবিতা : একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা (১৯৭০), পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০), বেজান শহরের জন্য কোরাস (১৯৮৯), কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে (১৯৯০), আমি জন্মগ্রহণ করিনি (১৯৯০) ইত্যাদি । কাব্যনাট্য : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), নুরুলদীনের সারা জীবন (১৯৮২), এখানে এখন (১৯৮৮)। গল্পঃ তাস (১৯৫৪), শীত বিকেল (১৯৫৯), আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২), জলেশ্বরীর গল্পগুলো (১৯৯০)। উপন্যাস : এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৯), নীল দংশন (১৯৮১), স্তব্ধতার অনুবাদ (১৯৮৭), বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮৯), ত্রাহি (১৯৮৯), তুমি সেই তরবারী (১৯৮৯), অন্য এক আলিখান, এক মুঠো জন্মভূমি, আলোর জন্য, রাজার সুন্দরী

38."বাংলাদেশে নামলো ভোর" কোন উপন্যাসের শুরু এই লাইনটি দিয়ে?

a. জাহান্নম হইতে বিদায়

b. রাইফেল রোটি আওরাত ✅

c. আগুনের পরশমনি

d. দুই সৈনিক

Explanation: উত্তর: রাইফেল রোটি আওরাত।

39."স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার/ভয় কি বন্ধু-" কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

a. ক) অমর একুশে

b. খ) স্মৃতিসৌধ

c. গ) মানচিত্র

d. ঘ) স্মৃতিস্তম্ভ

Explanation: ***গ) মানচিত্র*** "স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার/ভয় কি বন্ধু-" পঙক্তিটি আলাউদ্দিন আল আজাদ এর 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতার অন্তর্ভুক্ত। - কবিতাটি তাঁর 'মানচিত্র' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। - মহান একুশে নিয়ে এটি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা। কবিতাটি নিম্নরূপ- স্মৃতিস্তম্ভ -আলাউদ্দিন আল আজাদ স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো চারকোটি পরিবার খাড়া রয়েছি তো ! যে-ভিত কখনো কোনো রাজন্য পারেনি ভাঙতে হীরের মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার খুরের ঝটকা ধুলায় চূর্ণ যে পদ-প্রান্তে যারা বুনি ধান গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাঁপর চালাই সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য । ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক ! ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী চারকোটি পরিবার । লেখকের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: - মানচিত্র (১৯৬১) - ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২) উৎস: স্মৃতিস্তম্ভ, আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

40.আবুল মনসুর আহমদ রচিত রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ কোনটি?

a. ঘ) আমাদের দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

b. খ) বিশ্ব রাজনীতির একশ বছর

c. গ) মুলধারা ৭১

d. ঘ) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

Explanation: ***ঘ) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*** 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (১৯৬৮) গ্রন্থটির রচয়িতা আবুল মনসুর আহমদ। - এটি একটি রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ। আবুল মনসুর আহমদ রচিত রাজনীতি বিষয়ক আরেকটি গ্রন্থ হলো: 'শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু' (১৯৭৩)। -------------- - আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯): সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক। - আবুল মনসুর আহমদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকলেও বিদ্রূপাত্মক রচনার

লেখক হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ: - আয়না ও - ফুড কনফারেন্স। তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে: - সত্যমিথ্যা - জীবন ক্ষুধা ও - আবে-হায়াৎ। আত্মচরিত: - আত্মকথা। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর এবং বাংলাপিডিয়া।

41.মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী কাহিনি নিয়ে রচিত নাটক 'এখনও ক্রীতদাস' এর রচয়িতা কে?

a. আবুল ফজল

b. আহমদ ছফা

c. আব্দুল্লাহ আল মামুন ✓

d. আবুল মনসুর আহমদ

Explanation: ***আব্দুল্লাহ আল মামুন*** আব্দুল্লাহ আল মামুন রচিত মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী কাহিনি নিয়ে রচিত নাটক 'এখনও ক্রীতদাস।' - এই নাটকে 'গলাচিপা বস্তির যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়াঁর পরিবারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের অসহায় জীবন যাপনের ইতিবৃত্ত। - পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের উপর নির্যাতনের চিহ্নও তুলে ধরা হয়েছে। • তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক: - শপথ (প্রথম প্রকাশিত), - সুবচন নির্বাসনে, - এখন দুঃসময়, - এবার ধরা দাও, - শাহজাদীর কাল নেকাব, - চারদিকে যুদ্ধ, - এখনো ক্রীতদাস, - কোকিলারা, - মেরাজ ফকিরের মা ইত্যাদি। 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' সেলিম আল দীন রচিত নাটক। 'ফলাফল নিম্নচাপ' মমতাজউদ্দিন আহমদ রচিত নাটক। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

42.নিম্নের কোনটি আবুল মনসুর আহমেদ রচিত উপন্যাস?

a. ক) আবে হায়াত

b. খ) আয়না

c. গ) ফুড কনফারেন্স

d. ঘ) গালিভারের সফরনামা

Explanation: ***ক) আবে হায়াত*** 'আবে হায়াত' আবুল মনসুর আহমেদ রচিত উপন্যাস। - প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। - উপন্যাসে প্রধান চরিত্র হামিদ ডাক্তারের দ্বিমুখী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

আবুল মনসুর আহমদ একজন সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক। তিনি ১৮৯৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার ধানিখোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। - তিনি খিলাফত, অসহযোগ, স্বরাজ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে, - সত্যমিথ্যা, - জীবনক্ষুধা। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ: - আয়না, - ফুড কনফারেন্স, - আসমানী পর্দা। শিশুসাহিত্য, - ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া, - গালিভারে সফরনামা। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

43.'নারী সমাজের দুর্দশাময় করুণচিত্র' কোন উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে?

a. সাহসিকা

b. রাঙা প্রভাত

c. চৌচির

d. জীবন পথের যাত্রী

Explanation: উত্তর: চৌচির। 'চৌচির' আবুল ফজল রচিত প্রথম উপন্যাস। আবুল ফজল: তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন। - এ আন্দোলনের মুখপত্র শিখা পত্রিকা। - আবুল ফজল শিখা পত্রিকার ৫ম সংখ্যা সম্পাদনা করেন। - আবুল ফজল উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, আত্মকথা, ধর্ম, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: - চৌচির - প্রদীপ ও পতঙ্গ - মাটির পৃথিবী - বিচিত্র কথা - রাঙ্গা প্রভাত - রেখাচিত্র - দুর্দিনের দিনলিপি প্রভৃতি। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

44.মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পূর্বেই কোন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল?

a. ক) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

b. খ) জন্ম যদি তব বঙ্গে

c. গ) রাইফেল রোটি আওরাত

d. ঘ) আমি বীরাঙ্গনা বলছি

Explanation: ***গ) রাইফেল রোটি আওরাত*** আনোয়ার পাশা রচিত ‘রাইফেল রোটি আওরাত’ একটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস। - মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা প্রথম কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে এটি অন্যতম।

- উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। - লেখক মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার মাঝে অবস্থান করে এ উপন্যাসে লিখেছেন যুদ্ধকথা। - ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর তাকে হত্যা করে পাকিস্তানিরা। - শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। - শহীদ হবার আগেই তিনি এ উপন্যাসটি লিখে যান। - সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' রচিত হয় ১লা মে থেকে ১৩ জুন ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে। - 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' নীলিমা ইব্রাহিম রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ। 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' শওকত ওসমান রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

45.বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকাব্য কোনটি?

a. সারদা মঙ্গল

b. নিসর্গ সন্দর্শন

c. স্বপ্নদর্শন

d. সাধের আসন

Explanation: উত্তর: স্বপ্নদর্শন।

46.'জীবনক্ষুধা' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

a. কাজী নজরুল ইসলাম

b. আবুল ফজল

c. আবুল মনসুর আহমদ

d. সৈয়দ শামসুল হক

Explanation: উত্তর: আবুল মনসুর আহমদ।

47.'মুক্ত বুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী' - বলা হয় কাকে?

a. আবুল মনসুর আহমদ

b. আবুল ফজল

c. আবুল হুসেন

d. কাজী মোতাহার হোসেন

Explanation:
• আবুল ফজল:
- তিনি ১লা জুলাই, ১৯০৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার অন্তর্গত কেঁওচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি মূলত সাহিত্যিক।
- মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন।
- এ আন্দোলনের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকা।
- তিনি 'শিখা' পত্রিকার ৫ম সংখ্যা সম্পাদনা করেন।
- তিনি মুক্তবুদ্ধির চিরসজাগ প্রহরী নামে আখ্যায়িত হন।

48.স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাবে রচিত উপন্যাস কোনটি?

a. কুহক

b. আগুনের পরশমনি ✓

c. নন্দিত নরকে

d. যোগাযোগ

Explanation: ***আগুনের পরশমনি*** আগুনের পরশমণি (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস) - হুমায়ুন আহমেদ। যোগাযোগ - রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাস। নন্দিত নরকে - হুমায়ুন আহমেদ এর নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবন সংগ্রাম নিয়ে রচিত উপন্যাস। কুহক - হুমায়ুন আহমেদ এর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী বিষয়ক জনপ্রিয় বই।

49.'পূর্বাভাস' কার রচিত কাব্যগ্রন্থ?

a. হেলাল হাফিজ

b. নির্মলেন্দু গুণ

c. সুকান্ত ভট্টাচার্য

d. বিহারীলাল চক্রবর্তী

Explanation: উত্তর: সুকান্ত ভট্টাচার্য।

50.'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?

a. ৭ মার্চের ঘটনা

b. ২৫ মার্চ থেকে দু'দিনের ঘটনা

c. ৭১ এর বিজয়ের ঘটনা

d. ৩ মার্চের পরের ঘটনা

Explanation: ***২৫ মার্চ থেকে দু'দিনের ঘটনা***

51.মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'অপঘাত' গল্পটির রচয়িতা কে?

a. শামসুর রাহমান

b. শওকত ওসমান

c. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

d. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

Explanation: ***আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*** আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'অপঘাত' গল্পটি 'দোজখের ওম' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

52.কোনটি মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে রচিত গল্পগ্রন্থ?

a. দুধভাতে উৎপাত

b. পাতালে হাসপাতালে

c. নামহীন গোত্রহীন

d. অবিনাশী আয়োজন

Explanation: ***নামহীন গোত্রহীন*** দুধেভাতে উৎপাত - আখতারুজ্জামান এর ছোটগল্প। অরক্ষিত জনপদ - মঈনুল আহসান সাবের গ্রন্থ। অবিনাশী আয়োজন - মঞ্জু সরকারের গল্পগ্রন্থ। হাসান আজিজুল হকের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্প।

53.মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'নদীর নাম মধুমতি'র পরিচালক কে?

a. জহির রায়হান

b. আলমগীর কবির

c. তানভীর মোকাম্মেল

d. মোরশেদুল ইসলাম

Explanation: ***তানভীর মোকাম্মেল*** তানভীর মোকাম্মেল একজন প্রখ্যাত বাংলাদেশী চলচ্চিত্র পরিচালক।তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটের পরিচালক ও বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। শিল্পকলায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০১৭ সালে একুশে পদকে ভূষিত করে। তার উল্লেখযোগ্য কর্মগুলো হলো: চিত্রা নদীর পারে (১৯৯৯), লালসালু (২০০১), লালন (২০০৪)।

54.শাহরিয়ার কবির এর লেখা ‘দুঃসময়ের বন্ধু’ একটি__

a. উপন্যাস

b. প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

c. নাটক

d. কবিতা

Explanation: **প্রামাণ্য চলচ্চিত্র*** শাহরিয়ার কবির একজন বাংলাদেশী লেখক, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা। তিনি মানবাধিকার, সাম্যবাদ, মৌলবাদ, ইতিহাস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ৭০টিরও বেশি বই লিখেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো: পুবের সূর্য (কলকাতা, ১৯৭২) নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড় (ঢাকা, ১৯৭৬), হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা (ঢাকা, ১৯৭৬), কমরেড মাও সেতুঙ (ঢাকা, ১৯৭৭), আবুদের অ্যাডভেঞ্চার (ঢাকা, ১৯৮৩), একাত্তরের যীশু (ঢাকা, ১৯৮৬), ওদের জানিয়ে দাও (ঢাকা, ১৯৮৬), জনৈক প্রতারকের কাহিনী, সীমান্তে সংঘাত ইত্যাদি।

55.নিচের কোনটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কাব্য?

a. বন্দীর বন্দনা

b. জীবন বন্দনা

c. বন্দী শিবির থেকে

d. যে অরণ্যে আলো নেই

Explanation: উত্তর: বন্দী শিবির থেকে। 'বন্দী শিবির থেকে' শামসুর রাহমান রচিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কাব্য।

56.মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলনের দলিলপত্র কে সম্পাদনা করেন?

a. হাসান হাফিজুর রহমান

b. আহসান হাবীব

c. আবুল হাসান

d. হাসান ফেরদৌস

Explanation: ***হাসান হাফিজুর রহমান*** হাসান হাফিজুর রহমান কবি, সমালোচক ও সাংবাদিক হিসেবে খ্যাত। তাঁর প্রকাশিত অন্য গ্রন্থগুলোর নাম হলো কবিতা : আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮), অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮), যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২), শোকার্ত তরবারী (১৯৮২)। প্রবন্ধ : আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫), মূল্যবোধের জন্যে (১৯৭০), সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩), আলোকিত • গহ্বর (১৯৭৭)। গল্প : আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭০)।

57.'শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদবুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর। একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।' রচয়িতা কে?

a. নির্মলেন্দু গুণ

b. শামসুর রাহমান

c. সিকান্দার আবু জাফর

d. হায়াৎ মাহমুদ

Explanation: ***শামসুর রাহমান***

58.'A Search for identity' বইটি কার লেখা?

a. কবির চৌধুরী

b. মেজর আব্দুল জলিল

c. মেজর রফিকুল ইসলাম

d. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

Explanation: ***মেজর আব্দুল জলিল*** মোহাম্মদ আবদুল জলিল, যিনি মেজর জলিল নামেই বেশি পরিচিত। বাংলাদেশের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিক ও সামরিক কর্মকর্তা। তিনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৯নং সেক্টরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো: সীমাহীন সময় (১৯৭৬), দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন, সূর্যোদয় (১৯৮২), অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা (১৯৮৯), Bangladesh Nationalist Movement for Unity: A Historical Necessity।

59.সেলিনা হোসেন রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?

a. পোকা মাকড়ের ঘরবসতি

b. নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি

c. যুদ্ধ

d. জলোচ্ছ্বাস

Explanation: **যুদ্ধ*** সেলিনা হোসেন 'লারা ফাউন্ডেশন' নামক একটি সামাজিক উন্নয়ন সংগঠন গড়ে তুলেছেন, যার উদ্দেশ্য ছিল নারীর ক্ষমতায়ন। সেলিনা হোসেন রচিত বিখ্যাত কিছু উপন্যাস : জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২), যাপিত জীবন (১৯৮১), নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩), পোকামাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬), নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি (১৯৮৭), ভালোবাসা প্রীতিলতা (১৯৯২), পূর্ণছবির মগ্নতা (২০০৮), যমুনা নদীর মুশায়রা (২০০৯) ইত্যাদি ।

60.'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

a. অলি আহাদ

b. মাহবুবুল আলম চৌধুরী

c. আহমদ ছফা

d. বদরুদ্দীন উমর

Explanation: ***বদরুদ্দীন উমর*** বদরুদ্দীন উমর একজন অধ্যাপক ও রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম হলো: প্রবন্ধ- গবেষণা সাম্প্রদায়িকতা(১৯৬৬), সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৮), পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৭০), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ (১৯৭৪), যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ (১৯৭৪), যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ (১৯৭৬), ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮০), বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি (১৯৮৭), বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি (১৯৮৯), দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ (২০০৬) ইত্যাদি ।

61.মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস নয় কোনটি?

a. দেয়াল

b. নীল দংশন

c. একটি কালো মেয়ের কথা

d. নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি

Explanation: ***নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি***

62.মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?

a. চিলেকোঠার সেপাই

b. তালপাতার সেপাই

c. আরেক ফাল্গুন

d. আর্তনাদ

Explanation: ***তালপাতার সেপাই***

63.ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?

a. শঙ্খনীল কারাগার

b. কাঁটাতারে প্রজাপতি

c. জাহান্নম হইতে বিদায়

d. আর্তনাদ

Explanation: ***আর্তনাদ***

64.'যাত্রা' উপন্যাসটি কার রচিত?

a. সেলিম আল দীন

b. সৈয়দ শামসুল হক

c. শওকত আলী

d. শওকত ওসমান

Explanation: ***শওকত আলী*** শওকত আলী ছিলেন একজন কথাসাহিত্যিক। শওকত আলী রচিত উপন্যাস: পিঙ্গল আকাশ, যাত্রা (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস), ওয়ারিশ, বসত, যেতে চাই, উত্তরের খেপ, পূর্বরাত্রি পূর্বদিন, প্রদোষে প্রাকৃতজন, যাত্রা। গল্প: উন্মুল বাসনা, লেলিহান স্বাদ, শুন হে লক্ষিন্দর, বাবা আপ্নে যান।

65.'বিলকিস ও সিরাজ' চরিত্র দুটি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়?

a. নীল দংশন

b. রাইফেল রোটি আওরাত

c. জাহান্নম হইতে বিদায়

d. নিষিদ্ধ লোবান

Explanation: উত্তর: নিষিদ্ধ লোবান। 'নিষিদ্ধ লোবান' সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস। ***সৈয়দ শামসুল হক*** সৈয়দ শামসুল হক লেখক হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম হলো: কবিতা : একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বৈশাখে রচিত পঙ্ক্তিমালা (১৯৭০), পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০), বেজান শহরের জন্য কোরাস (১৯৮৯), কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে (১৯৯০), আমি জন্মগ্রহণ করিনি (১৯৯০) ইত্যাদি । কাব্যনাট্য : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), নুরুলদীনের সারা জীবন (১৯৮২), এখানে এখন (১৯৮৮)। গল্পঃ তাস (১৯৫৪), শীত বিকেল (১৯৫৯), আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২), জলেশ্বরীর গল্পগুলো (১৯৯০)। উপন্যাস : এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৯), নীল দংশন (১৯৮১), স্তব্ধতার অনুবাদ (১৯৮৭), বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮৯), ত্রাহি (১৯৮৯), তুমি সেই তরবারী (১৯৮৯), অন্য এক আলিখান, এক মুঠো জন্মভূমি, আলোর জন্য, রাজার সুন্দরী

66.'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের লেখক কে?

a. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

b. আবু জাফর শামসুদ্দীন

c. সিকান্দার আবু জাফর

d. শামসুদ্দীন মুহম্মদ ইলিয়াছ

Explanation: ***আবু জাফর শামসুদ্দীন*** আবু জাফর শামসুদ্দিন - দেয়াল (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস)। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ - আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি (কাব্য) সিকান্দার আবু জাফর - বাংলা ছাড়ো (কাব্য)

67.আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'রেইনকোট' গল্পটি কোন প্রেক্ষাপটে রচিত?

a. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

b. ভাষা আন্দোলন

c. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ✅

d. সিপাহী বিদ্রোহ

Explanation: ***একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ*** 'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ১ থেকে।

68.নিচের কোনটি হুমায়ূন আহমেদ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস?

a. আগুনের পরশমণি ❌

b. অনিল বাগচীর একদিন

c. জোছনা ও জননীর গল্প

d. সবগুলো ✅

Explanation: ***সবগুলো*** হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন একজন বাংলাদেশি ঔপন্যাসিক, কথাসাহিত্যিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকার এবং গীতিকার, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক আগুনের পরশমণি। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস: আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, জোছনা ও জননীর গল্প, সূর্যের দিন, সৌরভ, নির্বাসন, অনিল বাগচির একদিন।

69.'চরমপত্র' খ্যাত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন__

a. মাওলানা ভাসানী

b. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

c. এম . আর . আখতার মুকুল

d. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

Explanation: ***এম . আর . আখতার মুকুল*** চরমপত্র হলো এম আর আখতার মুকুল রচিত ও উপস্থাপিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। চরমপত্র অনুষ্ঠানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হওয়ার দিন ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রতিদিন প্রচারিত হয়েছে। চরমপত্র' অনুষ্ঠানটির নামকরণ করেছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের কর্মী আশফাকুর রহমান খান। 'চরমপত্র' - এর প্রতিটি অধ্যায় রচনা ও পাঠ করেন এম আর আখতার মুকুল। এম.আর.আখতার মুকুল রচিত গ্রন্থ: রূপালী বাতাস, চল্লিশ থেকে একাত্তর, আমি বিজয় দেখেছি, একুশের দলিল, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলীলপত্র।

70.'যদ্যপি আমার গুরু' গ্রন্থে লেখক গুরু হিসেবে কার কথা উল্লেখ করেছেন?

a. ড. মুহাম্মদ ইউনুস

b. স্যার ফজলে হাসান আবেদ

c. অধ্যাপক আনিসুজ্জান

d. অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ✓

Explanation: ***অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক*** 'যদ্যপি আমার গুরু' বাংলাদেশের অগ্রণী চিন্তাবিদ ও কথাসাহিত্যিক আহমদ ছফা রচিত একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। -দীর্ঘ স্মৃতিচারণ মূলক রচনাটি ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বই আকারে প্রকাশের আগে দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সাহিত্য পাতায় প্রায় চার মাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। -ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবদন্তি জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সাথে লেখকের বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথনসমূহের বিবরণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। -লেখক দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে রাজ্জাক স্যারের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: -সূর্য তুমি সাথী, -উদ্ধার, -একজন আলী কেনানের উত্থান পতন, -অলাতচক্র, -ওঙ্কার, -গাভীবৃত্তান্ত, -অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী, -পুষ্পবৃক্ষ -বিহঙ্গ পুরাণ। ------------------------------------ তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ: -যদ্যপি আমার গুরু (১৯৯৭): জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক প্রসঙ্গে রচিত। -জাগ্রত বাংলাদেশ (১৯৭১): স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গ্রন্থ। -বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৭৩) -বাংলা ভাষা : রাজনীতির আলোকে (১৯৭৫) -বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা (১৯৭৭) -বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৮১) -শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য (১৯৮৯) -রাজনীতির লেখা (১৯৯৩) -নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ (১৯৯৫) -সঙ্কটের নানা চেহারা (১৯৯৬) -শতবর্ষের ফেরারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭) -উপলক্ষের লেখা (২০০১) -সেই সব লেখা (২০০৮)

71.'চেনাকণ্ঠ' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম?

a. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

b. হাসান আজিজুল হক

c. সৈয়দ আলী আহসান

d. শহীদুল জহির

Explanation: ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় তিনি "চেনাকণ্ঠ" ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।

72.'স্বদেশ' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

a. আহমদ ছফা

b. আবুল ফজল

c. আবুল হোসেন

d. মোজাম্মেল হক

Explanation: স্বদেশ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে; ষাটের দশকের শেষের দিকে। সম্পাদক ছিলেন আহমদ ছফা। ষাটের দশকের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন এবং একাত্তরের বিভীষিকাময় অবস্থার মধ্যবর্তী সময়ে স্বদেশ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

73.'আঙুর' কী?

a. ক) একটি মাসিক শিশু পত্রিকা।

b. খ) একটি শিশু সংগঠন।

c. গ) একটি দৈনিক শিশু পত্রিকা।

d. ঘ) একটি সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা।

Explanation: ***'আঙুর' একটি মাসিক শিশু পত্রিকা।*** - সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। - প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৯২০ সালে। তাঁর অন্যান্য সম্পাদিত পত্রিকা - - ইংরেজি মাসিক পত্রিকা দি পীস (১৯২৩)। - বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বঙ্গভূমি (১৯৩৭) এবং - পাক্ষিক তকবীর (১৯৪৭) উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর এবং বাংলাপিডিয়া।

74.একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে প্রথম বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে কোন পত্রিকা?

a. ক) স্বদেশ

b. খ) সৈনিক

c. গ) সমকাল

d. ঘ) দৈনিক আজাদ

Explanation: ***'সৈনিক'*** একুশে ফেব্রুয়ারির গুলি ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। - ঐ দিন মিছিলে আবার গুলি চালায় পুলিশ, হতাহত হয় বহু ছাত্র জনতা। - একুশের এই রক্তাক্ত ঘটনার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সৈনিক' এর বিশেষ সংখ্যা। - এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মরণে কোন পত্রিকার প্রথম বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ। - সকালে পত্রিকা প্রকাশের মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় এক হাজার কপি। - পরে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

75.বাংলাদেশের 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' এর মুখপত্র ছিল কোন পত্রিকা?

a. ক) প্রগতি

b. খ) পরিচয়

c. গ) পূর্বাশা

d. ঘ) ক্রান্তি

Explanation: ***ঘ) ক্রান্তি*** বাংলাদেশে প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের পত্রিকা 'ক্রান্তি'। - ঢাকায় ১৯৩৯ সালে গঠিত হয় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'। - ১৯৪০ সালে এই সংঘের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। - এই সংঘের মুখপত্র হিসেবে 'ক্রান্তি' পত্রিকা প্রকাশ হয়। - ১৯৪৭ সালের আগে হলেও এই পত্রিকার মাধ্যমেই তৎকালীন পূর্ববাংলা, পরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়। - ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার ভূমিকা তাই ঐতিহাসিক। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

76.‘পাঠকের মৃত্যু’র রচয়িতা বনফুলের প্রকৃত নাম-

a. তারাশঙ্কর

b. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ✓

c. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

d. বুদ্ধদেব বসু

Explanation: ***বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়*** বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম: ১৯ জুলাই ১৮৯৯ - মৃত্যু: ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯) একজন বাঙালি কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি। তিনি বনফুল ছদ্মনামেই অধিক পরিচিত। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের মণিহারীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার শিয়াখালা গ্রাম। তাঁদের পরিবার "কাঁটাবুনে মুখুজ্জ্যে" নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতা শহরে তার মৃত্যু হয়। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কৈশোর থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজের নাম লুকোতে তিনি বনফুল ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় মালঞ্চ পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। শনিবারের চিঠি তে ব্যাঙ্গ কবিতা ও প্যারডি কবিতা লিখে সাহিত্য জগৎতে নিজের আসন স্থায়ী করেন। এছাড়াও নিয়মিত প্রবাসী, ভারতী এবং সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকায় ছোটগল্প প্রকাশ করেন।

77.ছদ্মনামসহ মূল নাম কোনটি সঠিক?

a. প্রমথ চৌধুরী-পরশুরাম

b. রাজশেখর বসু-বীরবল ✗

c. সমরেশ বসু-কালকূট

d. মীর মশাররফ হোসেন-কায়কোবাদ

Explanation: ***সমরেশ বসু-কালকূট***

78.'আপন ঘরে বোঝাই সোনার পরে করে লেনা দেনা' চরণ দু'টির রচয়িতা কে?

a. প্রমথ চৌধুরী

b. নির্মলেন্দু গুণ

c. হাছন রাজা

d. লালন শাহ

Explanation: ***লালন শাহ*** লালন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালি; যিনি ফকির লালন, লালন সাঁই, লালন শাহ, মহাত্মা লালন ইত্যাদি নামেও পরিচিত। তিনি একাধারে একজন আধ্যাত্মিক বাউল সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক এবং দার্শনিক। তিনি অসংখ্য গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। লালনকে বাউল গানের অগ্রদূতদের অন্যতম একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং 'বাউল - সম্রাট' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

79.বাংলার মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি?

a. বঙ্গদর্শন

b. রংপুর বার্তাবহ

c. ঢাকা প্রকাশ

d. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

Explanation: ***গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*** - ১৮৬৩ সালে হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা। - এটি বাংলার মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র।

80.নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম নয়?

a. অপরাজিতা দেবী

b. অনুরূপা দেবী।

c. অনিলা দেবী।

d. অনুপমা দেবী। ✓

Explanation: ***অনুপমা দেবী।*** অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্ম নাম 'অনিলাদেবী, অনুরূপা দেবী, অপরাজিতা দেবী'। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে তিনি 'অনীলা দেবী' ছদ্মনাম ব্যবহার করেন।

81.'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য; তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি' উক্তিটি কার?

a. মুহম্মদ আব্দুল হাই

b. আনোয়ার পাশা

c. মওলানা আকরম খাঁ

d. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ✓

Explanation: ***ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ*** প্রশ্নে উল্লেখিত উদ্ধৃতিটি ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর। এটি জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে তার বক্তব্যের অংশবিশেষ। 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি'। এটি কোন আদর্শের কথা নয় বরং বাস্তব কথা।

82.'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।' বাক্যটি কোন রচনার অন্তর্গত?

a. বায়ান্নর দিনগুলো

b. আহবান

c. রেইনকোট

d. মাসি-পিসি

Explanation: ***বায়ান্নর দিনগুলো*** শেখ মুজিবুর রহমানের 'বায়ান্নর দিনগুলো' তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দী থাকা অবস্থায় তিনি এই আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। মাসি-পিসি :- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। রেইনকোট:- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

83.“এতই যদি দ্বিধা তবে জন্মেছিলে কেন?”–

a. সৈয়দ আজিজুল হক

b. আবু সায়ীদ আইয়ুব

c. সৈয়দ শামসুল হক

d. নির্মলেন্দু গুণ

Explanation: ***নির্মলেন্দু গুণ*** নির্মলেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী, যিনি নির্মলেন্দু গুণ নামে ব্যাপক পরিচিত, একজন বাংলাদেশী কবি। তার প্রকাশিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ: মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা প্রেমাংশুর রক্ত চাই না প্রেমিক না বিপ্লবী বাংলার মাটি বাংলার জল প্রথম দিনের সূর্য নিরঞ্জনের পৃথিবী যখন আমি বুকের পাঁজর খুলে দাঁড়াই পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ প্রিয় নারী হারানো কবিতা শিয়রে বাংলাদেশ ইয়াহিয়াকাল আমি সময়কে জন্মাতে দেখেছি বাৎস্যায়ন

84.বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের নাম কী?

a. দিগদর্শন

b. সমাচার দর্পণ

c. সম্বাদ কৌমুদী

d. সম্বাদ প্রভাকর

Explanation: ***সম্বাদ প্রভাকর*** 'সম্বাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। - সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে ১৮৩১ সালে ২৮ জানুয়ারি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। - কবি ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন এর সম্পাদক। - কিছুদিন পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। - দ্বিতীয় দফায় বারত্রৈয়িক আকারে ১৮৩৬ সালের ১০ আগস্ট প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ৩বার প্রকাশিত হতো। - এই পত্রিকা ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

85.শিখা পত্রিকা প্রকাশিত হয় কত সালে?

a. 1923

b. 1925

c. 1926

d. 1927

Explanation: ***১৯২৭*** ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য-সমাজ' - পরে সংগঠনটির নামকরণ করা হয় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' - এ প্রতিষ্ঠানের স্লোগান ছিল: 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' . - জ্ঞানের শিখা জ্বলাবার জন্য সংগঠনটি ১৯২৭ সালে 'শিখা' নামে একটি বার্ষিক মুখপত্র প্রকাশ করে। - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন ছিলেন শিখা পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদক। - শিখা বছরে একবার প্রকাশিত হত। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

86.'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনার সাথে যুক্ত ছিলেন না কে?

a. বুদ্ধদেব বসু

b. বিষ্ণু দে

c. প্রেমেন্দ্র মিত্র

d. সমর সেন

Explanation: ***বিষ্ণু দে*** বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন এই তিন কবি 'কবিতা' পত্রিকার সূচনা পর্বের সম্পাদনা সূত্রে সাথে যুক্ত ছিলেন। - পরবর্তীতে দীর্ঘকাল বুদ্ধদেব বসুই 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। - পত্রিকাটি ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশ পায় এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত চলে। - এ পত্রিকায় শুধু কবিতা ও কবিতা বিষয়ক গদ্য ছাপা হতো। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

87.কার সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়?

a. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

b. সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

c. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

d. টেকচাঁদ ঠাকুর

Explanation: ***সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর*** ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্র-ভাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকা। - মূলত ঠাকুরবাড়ি কেন্দ্রিক লেখকদের দ্বারা পরিচালিত। - তবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই পত্রিকার প্রাণ। - রবীন্দ্র প্রতিভা বিকাশ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এই পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। - পত্রিকা প্রকাশের ৩ বছর পর রবীন্দ্রনাথ নিজে এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

88.মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

a. মুনশী আব্দুর রহিম

b. মীর মশাররফ হোসেন

c. শেখ আলীমুল্লাহ

d. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

Explanation: **শেখ আলীমুল্লাহ*** মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা ‘সমাচার সভারাজেন্দ্র’। - ১৮৩১ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। - 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শেখ আলিমুল্লাহ । - এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। - এটি পুরোপুরি বাংলা ভাষার পত্রিকা ছিল না। ছিল বাংলা-পারসি দ্বিভাষিক পত্রিকা। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

89.'ভারতী' পত্রিকা কে সম্পাদনা করতেন?

a. নিরুপমা দেবী

b. স্বর্ণকুমারী দেবী

c. কামিনী রায়

d. নূরজাহান বেগম

Explanation: ***স্বর্ণকুমারী দেবী*** আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি ছিলেন কথাসাহিত্যিক। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস: দীপনির্বাণ, মেবার রাজ, স্বপ্নবাণী, বিদ্রোহ, বিচিত্রা, মালতী, মিলনরাত্রি। নাটক: বসন্ত উৎসব, বিবাহ উৎসব, রাজকন্যা, যুগান্তর, কনে বদল, দিব্যকমল। তিনি দীর্ঘদিন ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন

90.শেখ আবদুর রহিম কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা নয়?

a. মিহির

b. হাফেজ

c. সুধাকর

d. কোহিনুর

Explanation: ***কোহিনুর*** কোহিনূর ছিল ব্রিটিশ ভারতের একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা। ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে কুষ্টিয়া থেকে প্রথম কোহিনূর পত্রিকা প্রকাশ হয়। মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক।

91.আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

a. বঙ্গদর্শন

b. তত্ত্ববোধিনী

c. সাধনা

d. ভারতী

Explanation: ***বঙ্গদর্শন*** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে আমার সোনার বাংলা কবিতাটি রচনা করেন। যা ১৯০৫ সালে "বঙ্গদর্শন " পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

92.বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি?

a. দিগদর্শন

b. ঢাকা প্রকাশ

c. সমাচার দর্পন

d. রঙ্গপুবার্ত্তাবহ

Explanation:

*****রঙ্গপুবার্ত্তাবহ*****

বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র রঙ্গপুবার্ত্তাবহ। ১৮৪৭ সালের আগস্টে গুরুচরণ শর্মা রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত রঙ্গপুবার্ত্তাবহ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা টি বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র। এ

পত্রিকাটির অর্থায়ন করেন জমিদার কালি চন্দ্র রায়।

93."তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ" - কার উক্তি?

a. জীবনানন্দ দাশ

b. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

c. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

d. কাজী নজরুল ইসলাম

Explanation: উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

94.বাংলা একাডেমির ‘ধান শালিকের দেশ’ কোন ধরনের পত্রিকা?

a. মাসিক

b. ত্রৈমাসিক কিশোর

c. ষান্মাষিক

d. পল্লী বিষয়ক

Explanation: ***ত্রৈমাসিক কিশোর***

95.‘ঢাকা প্রকাশ’ সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক কে?

a. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ✓

b. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

c. শামসুর রাহমান

d. আবু জাফর

Explanation: ***কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার***

96.বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র-

a. ক) তত্ত্ববোধিনী

b. খ) দিগ্‌দর্শন ✅

c. গ) সংবাদ প্রভাকর

d. ঘ) বঙ্গদর্শন

Explanation: ***খ) দিগ্‌দর্শন*** - 'দিগ্‌দর্শন' বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র। এটি সংবাদপত্র ছিল না। নীতিধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক সাময়িক পত্র। চার পৃষ্ঠার এ সাময়িকীতে বাংলা লেখার পাশাপাশি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হতো। - এর প্রথম সংখ্যাটি ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন থেকে জর্জ ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। - দিগ্‌দর্শনের সর্বমোট ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উৎসঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর

97.কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

a. 1930

b. 1920

c. 1932

d. 1922 ✅

Explanation: ***১৯২২*** কাজী নজরুল ইসলামের একক সম্পাদনায় ২৬শে শ্রাবণ, ১৩২৯ (১১ই আগস্ট, ১৯২২) শুক্রবার সপ্তাহে দুবার প্রকাশের ঘোষণা দিয়ে অর্ধ-সাপ্তাহিক ধূমকেতু পত্রিকার আত্মপ্রকাশ হয়। অধিকাংশ সংখ্যাই শুক্রবার ও মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে, পত্রিকার পৃষ্ঠার আকৃতি ছিল ক্রাউন ফোলিও (১৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি)। প্রথম সংখ্যা ছিল ১৬ পৃষ্ঠার। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল ১ আনা। দেশবাসীকে স্বাধীনতা ও মানবতার বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত করাই ছিল পত্রিকাটির লক্ষ্য। চট্টগ্রামের হাফিজ মাসউদ আহমদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত এ পত্রিকার সম্পাদক, সারথি ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথম থেকে সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হিসেবে, অষ্টম সংখ্যা থেকে সারথি হিসেবে এবং ছাব্বিশ সংখ্যা থেকে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নজরুলের নাম মুদ্রিত হয়। পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফজাল-উল হক, কর্মসচিব বা ম্যানেজার ছিলেন শান্তিপদ সিংহ। ঠিকানা ৩ নং কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা, সপ্তম সংখ্যার পর অফিস চলে যায় ৭ প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে। ধূমকেতুতে নজরুল মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ভাস্বর করে দুরন্ত আবেগে যেসব সম্পাদকীয় নিবন্ধ, বিবৃতি ও কবিতা লিখেছিলেন তা পাঠক সমাজকে আলোড়িত করেছিল। ধূমকেতুতে প্রকাশিত নজরুলের গদ্য রচনাগুলো পরে 'দুর্দিনের যাত্রী' ও 'রুদ্র মঙ্গল' গ্রন্থে এবং কবিতা গুলো 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।

98.'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়-

a. ক) ১৯১৮ সালে

b. খ) ১৯২০ সালে

c. গ) ১৯২৩ সালে

d. ঘ) ১৯২৭ সালে

Explanation: ***গ) ১৯২৩ সালে*** - 'কল্লোল' একটি প্রভাবশালী সাময়িক পত্র ছিল। - এটি ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। - এর সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ। - 'প্রগতি' অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। - এটি ১৯২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

99."মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে।"- কার উক্তি?

a. মীর মশাররফ হোসেনের

b. ইসমাইল হোসেন সিরাজীর

c. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

d. কাজী নজরুল ইসলামের

Explanation: ***মীর মশাররফ হোসেনের***

100.এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি’-পঙক্তিটির রচয়িতা কে?

a. নজরুল ইসলাম

b. সৈয়দ শামসুল হক

c. জীবনানন্দ দাশ

d. সুকান্তভট্টাচার্য

Explanation: ***সুকান্তভট্টাচার্য***

P2A

About
BPSC Link
Privacy Policy
Terms & Conditions
Refund Policy

Helpline: 01329672052

© 2024 P2A All rights reserved